রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ১৯, ২০১৫

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০৫ অগ্রহায়ণ, ১৪২২ মোতাবেক ১৯ নভেম্বর, ২০১৫

নিম্নলিখিত বিলটি ০৫ অগ্রহায়ণ, ১৪২২ মোতাবেক ১৯ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ৪১/২০১৫

বিদেশীদের বাংলাদেশে আগমন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে আনীত বিল

যেহেতু বাংলাদেশে সস্তা শ্রম বাজার এবং বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান থাকায় বহিঃবিশ্বের কাছে বাংলাদেশ একটি বিনিয়োগ বান্ধব উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করিয়াছে; এবং

যেহেতু সুদীর্ঘ সমুদ্র সৈকত ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বহিঃবিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে একটি পর্যটনের অন্যতম স্থান হিসাবে ইতোমধ্যে পরিচিত করিয়াছে ; এবং

যেহেতু বিনিয়োগ, আমদানি-রপ্তানি, ব্যবসা, শিক্ষা, চাকুরী ভ্রমণ-বিনোদন, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডসহ নানা কারণে বাংলাদেশে প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক বিদেশীদের আগমন ঘটে; এবং

যেহেতু অর্থ-মাদক-নারী ও শিশু পাচার, জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের আন্তর্জাতিকভাবে বিস্তৃতি হইয়াছে এবং বিষয়গুলির সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও অভ্যন্তরীণ শান্তি, নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার প্রশ্ন জড়িত; এবং

যেহেতু বাংলাদেশে বিদেশীদের আগমনের কারণ, অবস্থান ও সময় এবং প্রস্থান সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের নিমিত্ত বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

মূল্য : টাকা ৮.০০

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ** ।—(১) এই আইন "বিদেশী নিবন্ধন আইন, ২০১৫" নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) ইহা বাংলাদেশে আগমনেচ্ছু ও অবস্থানকারী যে কোন বিদেশী নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা** ।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(ক) **"আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর"** অর্থ বাংলাদেশ ভূখণ্ডের মধ্যে সরকার কর্তৃক আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হিসাবে ঘোষিত যে কোন বিমান বন্দর;

(খ) **"চুক্তি"** অর্থ (১) বিদেশী কোন ব্যক্তি/সংস্থার সহিত বাংলাদেশী কোন ব্যক্তি/সংস্থার সম্পাদিত কোন লিখিত চুক্তি বা সম্মতি বা আমন্ত্রণপত্র; বা

(২) বাংলাদেশের সহিত অপর কোন রাষ্ট্রের সম্পাদিত কোন লিখিত চুক্তি বা সম্মতি বা আমন্ত্রণপত্র;

(গ) **"দ্বৈত নাগরিক"** অর্থ (১) বাংলাদেশের সার্বভৌম ভূখণ্ডের মধ্যে জন্মগ্রহণকারী কিন্তু একই সাথে অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এমন যে কোন বয়সের নারী বা পুরুষ নাগরিক; বা

(২) বাংলাদেশের সার্বভৌম ভূখণ্ডের বাহিরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু প্রচলিত আইনের অধীনে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভ করিয়াছেন এমন যে কোন বয়সের নারী বা পুরুষ নাগরিক;

(ঘ) **"নৌ-বন্দর"** অর্থ বাংলাদেশ ভূখণ্ডের সহিত একই সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিবলে স্থাপিত নৌপথে আগমন-বহিঃগমন বন্দর;

(ঙ) **"নিবন্ধন ফরম"** অর্থ এই আইনের ধারা ৪ এর অধীনে প্রস্তুতকৃত নিবন্ধন ফরম;

(চ) **"নিবন্ধন সেল"** অর্থ এই আইনের ধারা ৩ এ উল্লিখিত নিবন্ধন সেল;

(ছ) **"বিদেশী"** অর্থ (১) বাংলাদেশের সার্বভৌম ভূখণ্ডের বাহিরে জন্মগ্রহণকারী অন্য কোন দেশের যে কোন বয়সের নারী বা পুরুষ নাগরিক; বা

(২) বাংলাদেশের সার্বভৌম ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণকারী কিন্তু অন্য দেশের একক নাগরিকত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এমন যে কোন বয়সের নারী বা পুরুষ নাগরিক;

(জ) **"স্থল বন্দর"** অর্থ বাংলাদেশ ভূখণ্ডের সহিত একই সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিবলে স্থাপিত আগমন-বহিঃগমন বন্দর;

(ঝ) **"সমুদ্র বন্দর"** অর্থ বাংলাদেশ ভূখণ্ডের মধ্যে সরকার কর্তৃক সমুদ্র বন্দর হিসাবে ঘোষিত যে কোন বন্দর।

৩। **বিদেশী নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ গঠন**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে বিদেশী নিবন্ধন সেল নামে একটি নিবন্ধন সেল থাকিবে এবং উহা উক্ত মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব অর্গানোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত জনবলের সমন্বয়ে পরিচালিত হইবে।

৪। **নিবন্ধন কার্যক্রম**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, তফসিলে বর্ণিত তথ্য সম্বলিত মেশিন রিডেবল নিবন্ধন ফরম প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশে আগমনে ইচ্ছুক প্রত্যেক বিদেশী নাগরিককে ভিসা ফরমের সাথে সংযুক্ত নিবন্ধন ফরম পূরণ করিতে হইবে।

(৩) সরকার উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত নিবন্ধন ফরম বিধি দ্বারা, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, দেশে-বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাস ও মিশনসমূহে এবং বাংলাদেশস্থ বিমান বন্দর, নৌ-বন্দর, স্থল বন্দর ও সমুদ্র বন্দরে ব্যবহার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৫। **প্রাপ্ত তথ্য যাচাই**।—(১) বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী দূতাবাস ও মিশনসমূহ ভিসা প্রদানকালে প্রাপ্ত পূরণকৃত নিবন্ধন ফরম এর তথ্য দেশে অবস্থিত নিবন্ধন সেলের সার্ভারে প্রেরণ করিবে।

(২) প্রেরিত তথ্যে নিবন্ধন সেল কর্তৃক কোন ধরনের অসঙ্গতি বা গরমিল পরিলক্ষিত হইলে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে বিষয়টি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বে-সামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের গোচরে আনিবে।

৬। **নিবন্ধন ফরমে মিথ্যা তথ্য প্রদানের কারণে সংঘটিত অপরাধ**।—(১) প্রচলিত অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিবন্ধন ফরমে মিথ্যা তথ্য প্রদান করিয়া বাংলাদেশে প্রবেশ শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(২) মিথ্যা তথ্য প্রদান করিয়া বাংলাদেশে প্রবেশের ঘটনায় কোন চুক্তিবদ্ধ বাংলাদেশী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এর সংশ্লিষ্টতা থাকিলে ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একই অপরাধে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। **মিথ্যা তথ্য প্রদানের শাস্তি**।—(১) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ধারা ৬ এর কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি বা ঐ প্রতিষ্ঠান এই আইনের অধীনে অপরাধ করিয়াছেন বালিয়া গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি বা অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনূর্ধ্ব (১) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন; অনাদায়ে অনূর্ধ্ব ১(এক) মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন;

(২) এতদ্‌সংক্রান্ত অপরাধে সহযোগিতার কারণে অভিযুক্ত সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সরকারের কালো তালিকাভুক্ত হইবে এবং একই অপরাধ পুনঃসংঘটনের কারণে ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক লাইসেন্স (যদি থাকে) বাতিলযোগ্য হইবে।

৮। **অপরাধের আলমযোগ্যতা ও জামিন অযোগ্যতা**।—এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ আমলযোগ্য ও জামিন অযোগ্য হইবে।

৯। **আইনের অপ্রযোজ্যতা**।—দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণকারী যে কোন নারী বা পুরুষের ক্ষেত্রে এই আইনের কোন ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

১০। **আইনের প্রাধান্য**।—এই আইনে যাহা কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেন, যদি সংঘটিত অপরাধ তদন্তকালে অর্থপাচার, রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও সন্ত্রাসবাদের মত গুরুতর অপরাধের কোন উপাদান বা আলামত এর উপস্থিতি প্রতীয়মান হয়, সেই ক্ষেত্রে এই আইনের পাশাপাশি প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইবে না।

১১। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**—সরকার, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপনের দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

তফসিল

বিদেশী নিবন্ধন ফরম (Foreigner's Registration Form)

প্রথম অংশ (Part-1) : ভিসা প্রক্রিয়াকরণের সময় (Duration of Visa pocessing)

নাম (Name) :

পাসপোর্ট নং (Passport No) :

নাগরিকত্ব (Nationality) :

বাংলাদেশে অবস্থানকাল (Duration of stay in Bangladesh) :

বাংলাদেশে আগমনের কারণ (Reason of coming in Bangladesh) :

স্থানীয় আমন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ (Local inviting authority) :

দ্বিতীয় অংশ (Part-2) : আগমন প্রাক্কালে (On Arrival)

নাম (Name) :

পাসপোর্ট নং (Passport No) :

নাগরিকত্ব (Nationality) :

বাংলাদেশে অবস্থানকাল (Duration of stay in Bangladesh) :

বাংলাদেশে আগমনের কারণ (Reason of coming in Bangladesh) :

স্থানীয় আমন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ (Local inviting authority) :

তৃতীয় অংশ (Part-3) : বহিঃগমন প্রাক্কালে (On Departure)

নাম (Name) :

পাসপোর্ট নং (Passport No) :

নাগরিকত্ব (Nationality) :

বাংলাদেশ হইতে প্রস্থানের তারিখ (Date of departure from Bangladesh) :

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার আশীর্বাদে আজ মানুষের গতি বৃদ্ধির পাশাপাশি পৃথিবীর সীমানা সঙ্কুচিত হচ্ছে। তাই পৃথিবীকে আজ-কাল "গ্লোবাল ভিলেজ"ও বলা হয়। ফলে পৃথিবীর এক প্রান্তের মানুষ অন্য প্রান্তের ভ্রমণ-বিনোদন, শিক্ষা, চাকুরী, ব্যবস্থা-বাণিজ্যসহ নানা কাজে সহজেই পৌঁছে যাচ্ছে। আর এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে প্রতি বছর লাখো লাখো বিদেশীর আগমন ঘটে। কেউ আসেন ভ্রমণের জন্য, ব্যবসার জন্য, কর্মসংস্থানের জন্য, বিনোদনের জন্য-কেউ আসেন সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে। কিন্তু আইনী সীমাবদ্ধতার কারণে আমাদের দেশে এই আগমন-বহিঃগমনের সঠিক হিসাব সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা এখনও সম্ভব হয়ে উঠেনি। যার ফলে বাংলাদেশ একদিকে যেমন-মুদ্রা পাচার, মাদক পাচারসহ নারী ও শিশু পাচারের মত আর্থ-সামাজিক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে-তেমনি রয়েছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদসহ জঙ্গীবাদের মত নিরাপত্তা ঝুঁকিতে।

২। এরই ফলশ্রুতিতে বর্তমানে বিদেশীদের এদেশে আগমন-বহিঃগমনসহ তাদের এ দেশে আগমনের কারণ ও অবস্থানকাল এর বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ জরুরি। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে দেশে বিদেশীদের আগমন ও বহিঃগমনের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজন যুগোপযোগী আইনী কাঠামো। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বিদেশীদের আগমন-বহিঃগমন এর তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ সুনিশ্চিতকল্পে "বিদেশী নিবন্ধন আইন, ২০১৫" প্রণয়নের জন্য "বিদেশী নিবন্ধন বিল, ২০১৫" নামক একটি খসড়া বিল প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩। বিলটি অনুমোদনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে বিদেশীদের আগমন ও বহিঃগমন এর একটি আধুনিক ও কার্যকরী মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করার বিষয়ে অর্থবহ অগ্রগতি লাভ করবে বলে বিশ্বাস করি।

মোঃ ইসরাফিল আলম
সংসদ সদস্য
৫১, নওগাঁ-৬

মোঃ আশরাফুল মকবুল
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
ড· মহিউদ্দীন আহমেদ (উপসচিব), উপপরিচালকের দায়িত্বে, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd